দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩২বোতল ফেনসিডিল ও ১শ ৭০ গ্রাম গাঁজাসহ তাসলিমা খাতুনকে (৩০)আটক করেছে। আটককৃত তাসলিমা খাতুন দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের ফরজ আলীর স্ত্রী।

জানাযায় গতকাল বুধবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় রামনগর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই অনুজ কুমার সরকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় রামনগর গ্রামের ফরজ আলী ওরফে সবুজ এর বসত বাড়ীর শয়ন কক্ষে। সেই সময় পুলিশ তার ঘরের কক্ষ থেকে ৩২ বোতল ফেনসিডিল ও ১শ ৭০ গ্রাম গাঁজাসহ তাসলিমাকে আটক করে।

আটককৃত তাসলিমাকে এসআই অনুজ কুমার সরকার বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্টে সোপর্দ করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির অভিযানে ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় বিজিবির চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্গত হুদাপাড়া মাছপাড়া নামক স্থান দিয়ে স্বর্ণের একটি চালান পাচার করা হবে। এ সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের

অধিনায়ক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের পরিকল্পনা এবং দিক-নির্দেশনা মোতাবেক হুদাপাড়া বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার মো. মজনুল করিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্তের ৯৫/৩-এস পিলার হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছপাড়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়। দুপুর পৌনে ২ টার সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

এ সময় চালক মোটরসাইকেলটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি সদস্যরা চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেল তল্লাশি করে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সার পাইপের মধ্যে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ১টি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত প্যাকেটের ভেতর থেকে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার জব্দ করে। জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় প্রণোদনার সার-বীজ পেল সাড়ে ৪ হাজার কৃষক

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৪ হাজার ৫২০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও ভুট্রা ও সরিষার বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদি ইসলাম।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রেহানা পারভিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা

মাহমুদুল হক আলম, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) তৌহিদুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, মহিলা তথ্য আপা স্নিগ্ধা দাস।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদি ইসলাম জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকার রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ৪ হাজার ৫২০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০২৪-২৫ মৌসুমে ভুট্রা উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতি কৃষককে বিঘা প্রতি ২ কেজি ভুট্রা বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতি বিঘা সরিষা চাষের জন্য ১ কেজি সরিষা বীজ ও ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল

আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলায় নিহত আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর ১২ তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

এসময় তিনি বলেন, রাত পোহালে ঈদ, সবাই ঈদের আনন্দ আর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে- মেয়েদের পছন্দের কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত । আর আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা খুনের নেশা ঈদের চাঁদরাত্রে আলমডাঙ্গা পৌর

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের অপরাধে যুবকে তিন দিনের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে গাঁজা সেবনের অপরাধে আকাশ নামের এক যুবকের তিন দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত আকাশ
(২১) উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের হারুনের ছেলে।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর শহরের হাউসপুর এলাকায় গাঁজা সেবনের সময় হাতেনাতে আকাশকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মেহেদি ইসলাম এ কারাদণ্ড দেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, সাজাপ্রাপ্ত আকাশকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা বন্দরে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

দর্শনা বন্দরের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গেদে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিএসএফ এর আহবানে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর পৌনে দুইটায় এ বৈঠক শুরু হয়। বিকেল পৌনে তিনটা পর্যন্ত বৈঠক চলে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর প্রতিপক্ষ ৩২ বিএসএফ গেদে ক্যাম্পে বিএসএফের আহবানে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মারুফুল আবেদীন বিজিওএম। বিএসএফ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণনগর সেক্টর কমান্ডার ডিআইজি সঞ্জয় কুমার।

এ বৈঠকে বিজিবির ১০ জন এবং বিএসএফ’র ১২ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। বিজিবির কর্মকর্তারা গেদে ক্যাম্পে পৌঁছুলে বিএসএফ’র সেক্টর কমান্ডার বিজিবি সেক্টর কমান্ডার কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও গার্ড সালামী প্রদান করেন। এরপর গেদে বিএসএফ ক্যাম্প কনফারেন্স হলে সৌজন্য সাক্ষাৎ এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

এতে বিজিবি সেক্টর কমান্ডার বলেন, সীমান্ত বিষয়ক ১৫০ গজের মধ্যে যেকোনো কার্যক্রমে আমাদের বর্ডার গাইডলাইন ১৯৭৫ অনুসরণ করতে হবে এবং সীমান্ত হত্যা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে। সীমান্তে, মাদক, মানব পাচার রোধে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তৎপর থাকতে হবে। তাছাড়াও যে কোন সমস্যার সমাধানে বিওপি এবং কোম্পানি পর্যায় থেকে শুরু করে উদ্ধতন মহল পর্যন্ত আলাপচারিতা এবং সৌজন্য সাক্ষাতের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এ সময় বিএসএফ কমান্ডার একমত পোষণ করেন।

পরবর্তীতে একে অপরের মঙ্গল কামনা করে উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করে শান্তিপূর্ণভাবে বৈঠক শেষ হয়।

বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক (৫৮ বিজিবি) লে. কর্নেল আজিজুস শহীদ, সেক্টর জিএসও টু মেজর মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর কাজী আসিফ ইকবাল প্রমুখ। বিএসএফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়ান কমান্ড্যান্ট বিএম আরো, ৬৮ বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান কমান্ড্যান্ট বিপেন পান্থিরায়, ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়ান কমান্ডেন্ট সুজিত কুমার প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুর রহমান সবুজ ও যুবদলের সদস্য মাহফুজুর রহমান জনি কে অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধা ৭ টার দিকে উপজেলা যুবদলের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলটি উপজেলা চত্বর থেকে বাস স্ট্যান্ড মোড় ঘুরে দেউলী হয়ে বিএনপির অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন থানা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুবদলের যুগ্ন-আহ্বায়ক আরিফুল রহমান আরিফ।

এ সময় বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে দেশ অস্বস্তিশীল হয়ে পড়ে পরে ছাত্র জনতার আন্দোলনে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপরও তাদের ষড়যন্ত্র শেষ হচ্ছে না। এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে বসে থেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র যাতে করতে না পারে সেদিকে বিএনপি যুবদল ছাত্রদল, তথা বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সজাগ থাকতে হবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী, যুবদলের সদস্য ইকরামুল মেম্বার এজাজুল হক, আমিনুল ইসলাম রশিদ, মাহফুজুর রহমান জনি, কবির, আব্দুল কাদের, মানিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতান, উপজেলা যুবদলের নেতা ইমতিয়াজ হোসেন, শওকত আলী, জাহিদ, হাসান, লাবলু, রানা, মামুন, মুর্শিদ বিন সজল, মহসিন, আরিফ, শামীম, শিলং, দেলোয়ার, এনামুল, রনি, শাহাবুদ্দিন, কাউসার, বাদশা, আব্দুর রশিদ, জাহিদুল, আমির হামজা, আলামিন, খালিদ, সম্রাট, রবিউল, জাহিদুল, লাল, লালন, মামুন, জাহাঙ্গীর, বাদশা প্রমূখ।

[redacted]

[redacted]

লিটনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি পূর্ণঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

আলোচনার শুরুতেই আখচাষী কল্যাণ সংস্থার পরিচালনা পরিষদের অর্থ সম্পাদক (ক্যাশিয়ার) নজরুল ইসলাম বিগত বছরের আয় ব্যায়ের হিসাব উপস্থিত সকলের মাঝে পাঠ করে তুলে ধরেন।

দর্শনা কেরুতে অনিয়ম ও অর্থ বাণিজ্যর অভিযোগ তদন্তে কমিটির ৩ সদস্য

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানিতে ১০৪ জন মৌসুমি থেকে স্থায়ীকরণে ব্যাপক অনিয়ম ও অর্থ বাণিজ্যর অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। আজ সোমবার দুপুরে তদন্তকারী প্রতিনিধির ৩ সদস্যর কর্মকর্তারা তদন্তে আসে কেরু চিনিকলে। তদন্তকারী দল দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে ৪ জনকে চিঠি করে জবানবন্দি নিয়েছে বলে জানাগেছে।

এ সময় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সাবেক এমডি মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ ও মহিদুল নামের এক শ্রমিককে দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানাগেছে।

৩ সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রধান হলেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মোঃ শামীমুল হক ও যুগ্ম সচিব ও পরিচালক অর্থ) মনিরুজ্জামান মিয়া। দর্শনা কেরু চিনিকল সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২৪ সালের ১৩, ১৪ মে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে মৌসুমী শ্রমিক ও কর্মচারী থেকে স্থায়ীকরণের বিষয়ে লিখিত পরিক্ষা অনুষ্টিত হয় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরের দিন মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কেরুজ ট্রেনিং কমপ্লেক্স ভবনে।

গত ১৫ মে তাদের যাচাই বাচাই করার সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সচিব কাওসার আহম্মেদ স্বাক্ষরিত জরুরী পত্রে দর্শনা কেরু কোম্পানির সহ ৯টি চিনিকলের স্থায়ীকরণ কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশনা দেন। কিন্তুু ১৫ মে ওই দিন কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের ১০৪ জন শ্রমিক ও কর্মচারীকে পদোন্নতিপত্র প্রদান এবং ঐদিনই কর্মস্থলে যোগদানপত্র হাতে তুলে দেন সাবেক এমডি মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন। এই ঘটনায় জাতীয় স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে নড়ে চড়ে বসে কতৃপক্ষ। এ ঘটনার পর মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৌসুমী শ্রমিক মোঃ মহিদুল ইসলাম। এ ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশ শিল্প চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির প্রধান করে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত টিম গঠন করে।

তদন্ত কমিটি জিজ্ঞেসা বাদের জন্য তৎকালীন দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, কেরু শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, শ্রমিক আব্দুল মান্নান, অভিযোগকারী মোঃ মহিদুল ইসলামসহ অনেকের লিখিত ভাবে চিঠি প্রদান করেছে।

আজ সোমবার দুপুরে তদন্ত কমিটির প্রধান বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সচিব আনোয়ার কবির ঘটনা সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে লিখিত বক্তব্য নেন। তিনি সাংবাদিকদেও এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ ঘটনায় তদন্ত চলমান রয়েছে তদন্ত শেষ হলে আপনাদের জানাবো।

এ নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তদন্ত কমিটি এসেছে তাদের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তদন্ত শেষে প্রকৃত রহস্য আপনারা জানতে পারবেন।

দামুড়হুদায় শিক্ষার্থী রাজন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[